দৈনিক খবর

তারিখ 13 JUL 1991
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

৫।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সাধারণ শিক্ষকদের দাবী ঃ তদন্ত রিপোর্ট বাতিল করুন

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ঘটনার এক সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিশন রিপোর্টকে পক্ষপাতদুষ্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন হননকারী ও শিক্ষকদের মর্যাদাহানিকর আখ্যায়িত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পক্ষ থেকে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে রিপোর্টটি বাতিলের দাবী জানান হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ শিক্ষক সমাজের উদ্যোগে এ সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের

২-এর পাতায় দেখুন

সাধারণ শিক্ষকদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সমাজতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী। বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন অধ্যাপক আব্দুল মান্নান, অধ্যাপক অনুপম সেন, ডঃ ফসিহ - উল আলম ও ডঃ আবু ইউসুফ ও অধ্যাপক হাসান উজ্জামান চৌধুরী।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে গত ২২শে ডিসেম্বরের ঘটনার চিত্র তুলে ধরে বলা হয়, ১৯৯১ সালের মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে, ২২শে ডিসেম্বরের ঘটনার এক সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিশন রিপোর্টের কথিত ভাষ্য হিসেবে ঙঙঙকদণ বমরভধভথ্ লভ'' পত্রিকায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে এক খন্ডিত প্রতিবেদন দু'সংখ্যায় ছাপা হয়। এ উদ্দেশ্যমূলকভাবে ফাঁস করা প্রতিবেদনের হাজার হাজার কপি ছাপিয়ে ইসলামী ছাত্র শিবির সারা দেশে তা বিলি করে। তারা ১৪ই মে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর থেকে তার ভিত্তিতে উপাচার্যকে গায়ের জোরে পদত্যাগ করানোর জন্য জবরদস্তিমূলক কর্মকান্ড শুরু করে। এর আগে ২৩শে এপ্রিল তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার মুহূর্তে শিক্ষামন্ত্রীর এক নির্দেশে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কার অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় বন্ধ রাখতে বলা হয়। এরপর পরই সরকারের পক্ষ থেকে উপাচার্যকে পদত্যাগ করার যে, চাপ দেয়া হয়েছিল, সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমরা তাঁরও প্রতিবাদ করেছি। আমাদের গভীর সন্দেহ যে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঙঙঙকদণ বমরভধভথ্ লভ'' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন দু'টি ছিল অন্যায় চাপের কাছে উপাচার্য মহোদয়ের নতি স্বীকার না করারই প্রতিক্রিয়া এবং উষ্মার বহিঃপ্রকাশ। সে সময় এটা আমাদের কাছে বিস্ময়কর মনে হয়েছিল যে তদন্ত কমিশন রিপোর্টটি প্রকাশিত না হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী ছাত্র শিবির কিভাবে তদন্ত কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়নের দাবীতে সোচ্চার হয়ে তার ভিত্তিতে উপাচার্যের পদত্যাগ বা অপসারণ দাবী করছিল যেখানে ২২শে ডিসেম্বরের ঐ সন্ত্রাসের হোতা হিসেবে শিবির সারা দেশবাসীর ধিক্কার ও ঘৃণার পাত্র হয়েছিল, যেখানে এই তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে তাদেরই তো সবচেয়ে বেশী ভীত থাকার কথা। ৬ই জুলাই তদন্ত কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর আমাদের কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়েছে তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের জন্য শিবিরের আগ্রহের কারণ।

কমিশনের রিপোর্টের সমালোচনা করে সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, তদন্ত কমিশনের টার্ম অব রেফারেন্স ছিল তিনটি। এরমধ্যে দু'নম্বরে ছিল সন্ত্রাসীদের চিহ্নিতকরণ। কিন্তু কমিশন তা করতে অস্বীকার করেছে। কারণ, তা করা হলে সেদিনের সন্ত্রাসের মূল হোতা ইসলামী ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসীরা চিহ্নিত হোত। রিপোর্টে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষের ওপর ভিত্তি করে উপাচার্যকে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের দালাল প্রমাণের প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু জেলা প্রশাসকের সাক্ষ্য অনুযায়ী শিবিরই ছিল এরশাদ সরকারের দালাল। রিপোর্টে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে, চাকসু নির্বাচনের পরেই শিবির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ২২শে ডিসেম্বরের ঘটনায় বহু ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মচারী মারাত্মকভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। সেকথা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এসব ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মচারীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হলো না। কেন ২২শে ডিসেম্বরের ঘটনা সম্পর্কে দেশের প্রায় সকল পত্র-পত্রিকায় সচিত্র বিশদ প্রতিবেদনকে পক্ষপাতদুষ্ট বলা হলো? যারা এসব প্রতিবেদন লিখেছিলেন ও ফটো তুলেছিলেন তাদের সাক্ষ্য দেয়ার জন্য না ডেকে কেন তাদের সততা ও জাতীয় সংবাদ মাধ্যমের ওপর কটাক্ষ করা হলো? শিক্ষকদের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে না বলাকে সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ বলে মন্তব্য করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৭৩ অনুযায়ী অনুষ্ঠিত সিনেট নির্বাচনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে নির্বাচিত উপাচার্য অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীনকে তাঁর স্বপদে বহাল রেখে সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও অবিলম্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত করার দাবী জানান হয়। বলা হয়, উপাচার্যকে অপসারণ করা হলে তা সন্ত্রাসীদের অন্যায় চাপের কাছেই নতি স্বীকার করা হবে।